বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

[* চিহ্নিত প্রশ্নগুলি শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

প্রশ্ন 1 বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।*

উত্তর

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রতিটি দেশের সংবিধানের কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে দেশটির প্রকৃতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানও কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **লিখিত সংবিধান:** বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত। একটি গণপরিষদ কর্তৃক এই সংবিধান রচিত হয়েছিল। এতে একটি প্রস্তাবনা-সহ 11টি বিভাগ বা অধ্যায়, 153টি অনুচ্ছেদ এবং 4টি তপশিল আছে।

[2] **দুষ্পরিবর্তনীয়:** বাংলাদেশের সংবিধান প্রকৃতিগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও তা সংশোধন করা বিশেষ কোনো দুরূহ কাজ নয়। এই সংবিধানটি সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন।

[3] **এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা:** আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট দেশ। স্বাভাবিক কারণেই এখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সুবিধাজনক হয়েছে। বাংলাদেশর এককেন্দ্রিক বিশিষ্ট শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

[4] **নিয়মতান্ত্রিক প্রধান:** সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন হলেও বাস্তবে তিনি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তিনি পদত্যাগ করতে চাইলে পদত্যাগপত্র জাতীয় সংসদে জমা দিতে পারেন।

[5] **প্রধানমন্ত্রী:** বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। প্রধানমন্ত্রী হলেন এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বই প্রধান। অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশই মুখ্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর হলেও কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় এবং সরকারেরও পতন ঘটে।

[6] **এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা:** বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট। এর নাম 'জাতীয় সংসদ'। শুরুতে এর আসনসংখ্যা বরাদ্দ ছিল 315টি। কিন্তু পরবর্তীকালে তা বর্ধিত করা হয় এবং এই সংখ্যা হয় 350টি।

[7] **জনগণের সার্বভৌমিকতা:** বাংলাদেশের 'জনগণকে' বাংলাদেশ-সংবিধানের সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে দেশের সরকার নির্বাচিত হয়। জনগণের কাছে তাই সরকার দায়িত্বশীল এবং সরকারের ভবিষ্যৎও জনগণের আস্থার ওপর নির্ভরশীল।

[8] **মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি:** বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বাক্ স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অধিকার, চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতা, চলাফেরার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে সংসদ বেশিরভাগ অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে।

[9] **সুপ্রিমকোর্ট:** বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিমকোর্ট দেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণকারী আদালত। সুপ্রিমকোর্টের কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রগুলি হল—আদি বিভাগ (Original Side), আপিল বিভাগ (Appellate Side) এবং পরামর্শদান ও লেখ (writ) জারির এলাকা।

[10] **সার্বজনীন ভোটাধিকার:** বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। 18 বছর ও তার উর্দ্ধে বাংলাদেশের সকল নাগরিকই ভোটদানের অধিকারী। তা ছাড়া বাংলাদেশের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মূলনীতি হল 'এক ভোট এক নীতি'।

[11] **স্থানীয় প্রশাসন :** বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনকে কতকগুলি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে জেলাকে উপজেলায়, উপজেলাকে ব্লকে, ব্লককে গ্রামীণ সরকারে এবং গ্রামীণ সরকারকে পল্লি পরিষদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা কোনো প্রকার দলীয় প্রতীক ছাড়া অরাজনৈতিক ভিত্তিতে কেবল গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন।

[12] **দলীয়ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সময় কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে সেখানে বহুদলীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এই দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ প্রভৃতি। স্বাধীনতা লাভের সময় উল্লেখযোগ্য দলগুলি হল—আওয়ামি লিগ, মুসলিম লিগ, ন্যাপ প্রভৃতি।